যুগান্তর

তারিখ ... 28 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমপিওভুক্তির জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দাবি

সংসদ রিপোর্টার

শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের দাবি জানিয়েছেন সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যরা। শনিবার ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে তারা এ দাবি জানান। প্রথমে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এবং পরে ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ আলোচনায় অংশ নেন সরকারি দলের হুইপ শাহাব উদ্দিন, অ্যাডভোকেট মৃণাল কান্তি দাস, আখম জাহাঙ্গীর হোসাইন, হাবিবুর রহমান মোল্লা, বজলুল হক হারুন, মকবুল হোসেন, মীর শওকত আলী বাদশা, মোজাম্মেল হক, এমএ আউয়াল, আবদুল মতিন, বেগম মাহজাবিন খালেদ, শওকত হাচানুর রহমান রিমন, গাজী আমজাদ হোসেন মিলন, ডা. এনামুর রহমান, অ্যাডভোকেট নাভানা আখতার ও মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এবং বিরোধী দল জাতীয় পার্টির মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, অ্যাডভোকেট জিয়াউল হক মৃধা ও নূর-ই-হাসনা লিলি চৌধুরী।

আলোচনায় অংশ নিয়ে পানিসম্পদমন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, শিক্ষার হার বাড়ছে, বিনামূল্যে বই দেয়া হচ্ছে, শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষার মান বাড়ছে না। এর জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ভালো শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। কারণ একজন শিক্ষক নিয়োগ দিলে ৩০ বছর তিনি থাকেন। তাই শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। আর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বন্ধ রেখে শিক্ষা খাতের অগ্রযাত্রা ধরে রাখা যাবে না। এজন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

মীর শওকত আলী বাদশা এমপিওভুক্তিতে বরাদ্দ না রাখার সমালোচনা করে বলেন, এই সংসদের ৩৪৯ জন সদস্য এমপিওভুক্তি অব্যাহত রাখার পক্ষে। তারা পর্যাপ্ত বরাদ্দেরও দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু অর্থমন্ত্রী বিষয়টি কেন গুরুত্ব দিচ্ছেন না বুঝি না। এ বিষয়ে বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি সুন্দরবন ও মংলা বন্দরের উন্নয়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

বেগম মাহজাবিন খালেদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে এদেশে হত্যা-ক্যু-ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চালু করেন খুনি জিয়াউর রহমান। সেই কারাগারে জাতীয় চার নেতার হত্যার সঙ্গে জড়িত এবং জিয়াউর রহমানের নির্দেশেই ৭ নভেম্বর আমার বাবা খালেদ মোশাররফ, এটিএম হায়দারসহ অসংখ্য সামরিক অফিসারকে হত্যা করা হয়। তিনি বিদেশে বসে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তারেক জিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।